গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(ক) মাসিক কল্যাণ ভাতা: সরকারি ও তালিকাভূক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার অক্ষম ও কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা কর্মচারী মৃতুবরণ করলে তার পরিবারকে অনধিক ১৫ (পনের) বছর এবং কর্মকর্তা কর্মচারী অবসর প্রাপ্তির পর ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুর তারিখ হতে ১০ বছরের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত সর্বোচ্চ টা:২,০০০/- (দুই হাজার) হারে ধারাবাহিকভাবে মাসিক কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয়। ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা: ৬৫,৩০,০০,০০০/-/-	৫৪,৩২,১৬,১৬৯/-	৪,১৮২ এবং পূর্ব হতে চলমান ৩৩,৭৯৭ জনসহ মোট ৩৭,৯৭৯ জন, চলতি বছর ৬,১০৫ টি কার্ডের মেয়াদ শেষ হয়েছে।

(খ) বিশেষ সাহায্য [চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (অবসরপ্রাপ্ত অক্ষম ও মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের)] :

চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি এবং দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া: সরকারি ও তালিকাভূক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় কর্মরত, অবসরপ্রাপ্ত, মৃত কর্মকর্তা কর্মচারীর নিজ ও পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রতি অর্থ বছরে একবার চিকিৎসা সাহায্য দেয়া হয়। সরকারি ও তালিকাভূক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মৃত, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীর অনধিক দু'সন্তানকে নবম শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার নির্দিষ্ট হারে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। সরকারি ও তালিকাভূক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মৃত, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীর ও তাদের পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যুর ক্ষেত্রে সর্বসাকুল্যে টা:১০,০০০/- দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য বাবদ প্রদান করা হচ্ছে।

০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা: ২৫,৫৭,৭০,০০০/-	২২,৯৯,৬০,৫০০/-	১৬,৪১৯ জন

(গ) দেশে ও বিদেশে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য: স্বল্প আয়ের কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীর নিজের দেশে/বিদেশে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসায় চাকুরী জীবনে এক বা একাধিক বারে সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের অসহায় অবস্থায় এ সাহায্য প্রদান সরকারের একটি মহৎ উদ্যোগ। ০১লা জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা: ৪০,০০,০০,০০০/-	৩৯,০৩,৩৯,৫৪০/-	২,৩১২ জন

(ঘ) যৌথবীমার এককালীন সাহায্য: সরকারি ও তালিকাভূক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় চাকুরীরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা কর্মচারীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে উক্ত কর্মচারীর সর্বশেষ প্রাপ্ত মাসিক মূলবেতনের ২৪ (চব্বিশ) মাসের সমপরিমাণ অর্থ বা অনূর্ধ ২ (দুই) লাখ টাকা যৌথবীমার এককালীন সাহায্য হিসেবে প্রদান করা হয়। ০১লা জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা: ৫৫,০০,০০,০০০/-	৫৩,৭০,৬৪,৬৪৫/-	৩,২৩২ জন

(ঙ) শিক্ষাবৃত্তি: প্রজাতন্ত্রের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের অনধিক দু'সন্তানকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হয়। এ কর্মসূচী ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে। ০১লা জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা. ২০,৭৫,০০,০০০/-	-	করোনা ভাইরাসের জন্য সভা করা সম্ভব হয়নি

(চ) স্টাফবাস কর্মসূচি: স্টাফবাসে যাতায়াতের জন্য বড়বাসে প্রতি কিলোমিটারে ৫০ পয়সা ও মিনিবাসে ১০০ পয়সা হারে ভাড়া আদায় করা হয়। এ কর্মসূচীর অধীনে বর্তমানে চলমান ৭৬টি বাসের মধ্যে ৫০টি সরকারের এবং ২৬ টি বিআরটিসি হতে ভাড়াকৃত বাস রয়েছে। উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	১১,৯৭,৪২,৫০০/-	৭,৯১,০২,৩০২/-	৭,০৪৫ জন

(ছ) সাধারণ চিকিৎসা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া: সরকারি কর্মচারীর নিজের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ০১/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখ হতে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে লাশ দাফনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য বাবদ প্রদান করা হচ্ছে। ০১লা জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা: ৮,০০,০০,০০০/-	৭,৫৫,০০,০০০/-	৩,০২৮ জন

(জ) ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার: সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবাসিক এলাকায় তাদের দ্বারা পরিচালিত ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারকে এবং নতুন ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার স্থাপনের জন্য প্রতি বছর আর্থিক অনুদান বরাদ্দ দেয়া হয়। ০১লা জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগী ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	উপকারভোগী ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা: ৫৪,০০,০০০/-	-	করোনা ভাইরাসের জন্য এখনও পর্যন্ত সভা হয়নি

(ঝ) **বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা:** ঢাকা মহানগরী ও বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও তাদের সন্তানদের জন্য প্রতি বছর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। ০১লা জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	প্রতিযোগীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা: ১,০৩,০০,০০০/-	-	করোনা ভাইরাসের জন্য সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি।

(ঞ) **মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:** সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের ওপর নির্ভরশীল মহিলাদেরকে কর্মমূখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সেক্রেটারিয়েল সাইন্স, সেলাই, এমব্রয়ডারী, উলবুনন কোর্স চালু আছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্ত্রী ও কন্যাগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন সরকারি/আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি নিয়ে এবং নিজে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তারা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে তেমনি পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নে ভূমিকা রাখছে। কেন্দ্রগুলি পরিচালনায় ৪৭টি পদ রয়েছে। ০১লা জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
২০২০-২০২১	টা: ২,৭২,৪৯,৫০০/-	২,১৮,০৪,১২৮/-	৯৮৫ জন

০২। ২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীতব্য কর্মপরিকল্পনা;

- বিভাগীয় কার্যালয়ে সেবা পদ্ধতি (সাধারণ চিকিৎসা অনুদান, শিক্ষাবৃত্তি, কল্যাণভাতা, যৌথবীমার এককালীন অনুদান ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) সহজিকরণ ও দ্রুত নিষ্পত্তি;
- প্রধান কার্যালয়ের কল্যাণভাতা, যৌথবীমার এককালীন অনুদান ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কার্যক্রম অন-লাইনে সম্পাদন;
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানশালা, ২০১৩ সংশোধন;

০৩। SDG – এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা (যদি থাকে); প্রযোজ্য নয়।

০৪। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা/সমঝোতা স্মারক/চুক্তি এবং বৈদেশিক সফরে অর্জিত সফলতার বিবরণ (যদি থাকে); প্রযোজ্য নয়।

০৫। দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বিবরণ (যদি থাকে); প্রযোজ্য নয়।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ জিস্ব জায়গায় ৩০ তলা ভবন নির্মাণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী মতিঝিলস্থ ৬নং দিলকুশায় ৩ বিঘা ১৫ কাঠা জায়গায় ৩০তলা কল্যাণ বোর্ডের বাণিজ্যিক ভবনের নক্সা ১০/০৩/২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কিছু নির্দেশনাসহ ভবনটি দৃষ্টিনন্দন, আকর্ষনীয় ও বহুবিধ সুবিধাসম্পন্ন ৩০তলা ভবন নির্মাণের পরামর্শ দেয়া হয়।

KPIDC প্রস্তাবিত ৩০ তলা ভবনের স্থলে ১২ তলা ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদান করায় এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সার-সংক্ষেপে 'যেভাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছিল সেভাবে বাস্তবায়ন করুন' মর্মে নির্দেশনা প্রদান করায় প্রস্তাবিত ৩০তলা বিশিষ্ট কল্যাণ ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। সত্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

এছাড়া KPIDC প্রস্তাবিত ভবনের স্থান ২৭ মে, ২০২১ তারিখ পুনরায় পরিদর্শন করেন এবং ১৭ জুন, ২০২১ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত জানা যায়নি।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয় চট্টগ্রামে পুরাতন কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে ২০ তলা বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে।

- **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয় খুলনার পুরাতন কমিউনিটি সেন্টারটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

০৬। শৃঙ্খলাজনিত ও দূর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম (যদি থাকে):

- সিটিজেন চার্টার-এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।
- সেবাপ্রার্থীর নামে যৌথবীমার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, সাধারণ চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি, দাফন অনুদান এর মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাপ্রার্থীর ব্যাংক হিসাবে EFT এর মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।
- GRS এবং NCS এর বাস্তবায়ন।
- আবেদনকারীকে অফিসে visit শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়েছে।

০৭। ই-গভর্নেন্স/ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম: "কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন অনুদান একীভুতকরণ" সংক্রান্ত ইনোভেশন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩টি অনুদানের জন্য ১টি ফরমে আবেদন গ্রহণ এবং ১জন পরিচালকের অধীনে একসাথে অনুমোদন প্রদানের জন্য এ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

০৮। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয় হতে আবেদনকারীগণকে আবেদন গ্রহণের ডায়েরি নম্বর ও তারিখ, আবেদনে আপত্তি/ত্রুটি থাকলে তা জানিয়ে এবং আবেদন অনুমোদনের বিষয়টি তাঁদের (সেবাপ্রার্থীর) মোবাইল ফোনে SMS এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে। সেবাপ্রার্থীর নামে যৌথবীমার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, সাধারণ চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি, দাফন অনুদান এর মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাপ্রার্থীর ব্যাংক হিসাবে EFT এর মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

০৯। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম (তথ্য সরবরাহের মোট আবেদনের সংখ্যা, সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা এবং তথ্য কমিশন বরাবর দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা ইত্যাদি); ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য সরবরাহের জন্য ০৪ (চার) টি আবেদন পাওয়া গেছে এবং ০৪ (চার) টি আবেদনের জবাব প্রদান করা হয়েছে।

১০। মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (গণপূর্ত বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ, দুর্যোগ ব্যস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্প ব্যতীত): নিজস্ব অর্থায়নে ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের কমিউনিটি সেন্টারের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১১। প্রতিবেদনে উল্লেখ করার মতো অন্য কোন বিষয়:

"কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন অনুদান একীভুত করে ১টি ফরমের আবেদন গ্রহণ এবং ১জন পরিচালকের অধীনে একসাথে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।

১২। বার্ষিক প্রতিবেদনে মুদ্রণের জন্য ছবি (যদি থাকে):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকীতে "শ্রদ্ধাঞ্জলি"

বোর্ডের মহাপরিচালক কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমার এককালীন অনুদান ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদানের আবেদন অনলাইনে অনুমোদন উদ্বোধন করেন

৩২তম বোর্ড সভা ১৩ জুন, ২০২১ তারিখ zoom app এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

"দুর্নীতিকে না বলুন"৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২১

বেলুন উড়িয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের ৩৮তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন

৩৮তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

৩৮তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ

৩৮তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান